কমিউনিটি সংবাদ

প্রবাসী তুড়ুকখলাবাসিদের প্রথম সম্মিলন অনুষ্ঠিত

পূর্ব লন্ডনের মালবারি গার্লস স্কুলের হলে অনুষ্ঠিত প্রথমবারের মতো আয়োজিত ব্যতিক্রমধর্মী এই সম্মিলনে তুড়ুকখলা গ্রামের বিপুল সংখ্যক বাসিন্দা সপরিবারের যোগ দেন। যুক্তরাজ্য প্রবাসী তুড়ুকখলাবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবগঠিত তুড়ুকখলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে এই সম্মিলনের আয়োজন করে। এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আখলাকুর রহমান (লকু)র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, কমিউনিটি নেতা সিরাজ হক, টাওয়ার হ্যামেলটসের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র শহিদ আলী ও কাউন্সিলর মাইয়ুম মিয়া উপস্থিত ছিলেন। ব্যারিস্টার ইমানুল হামিদ ও এমাদুর রহমান (এমাদ) এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তাহমিদুল ইসলাম (রোহান)। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউরোপের প্রথম বাঙালি নির্বাচিত নির্বাহী মেয়র, লুতফুর রহমান বলেন, গ্রামেই আমাদের সকলের শেকড়। সেই গ্রামের উন্নয়নে, সেখানকার মানুষের কল্যানে আমাদের প্রত্যেকেরই সাধ্যমত অবদান রাখা উচিত। তিনি সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, একমাত্র ভালো শিক্ষাই পারে আলোকিত মানুষ সৃষ্টি করতে। আর আলোকিত মানুষেরাই পারে নিজ পরিবার, গ্রাম, ও দেশকে আলোকিত করতে। সভাপতির ভাষণে জনাব আখলাকুর রহমান (লকু) তুড়ুকখলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, আমাদের গ্রামের অনেকেই এই যুক্তরাজ্যে, ইউরোপে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সবার সাথে সবার যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা চাই একটি অনন্য সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে এবং গ্রামের মানুষের কল্যানে অবদান রাখতে। অনুষ্ঠানে পরিবার পরিজন নিয়ে উপস্থিত হওয়ায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং এসোসিয়েশনের কাজে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করায় তিনি এসোসিয়শনের পক্ষ থেকে দেশী ওয়েডিং-এর পরিচালকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। আরো বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ডঃ মালেক চৌধুরী (নানু), সৈয়দ মাহফুজুর রহমান (মন্তু মিয়া), সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (মবু মিয়া), মুহিবুর রহমান (মালন), জসিম উদ্দিন চৌধুরী (ইফজাল), শরীফ আহমদ চৌধুরী, ফয়জুল ইসলাম (মুকুল), আবু সুফিয়ান আব্দুল্লাহ (বেলাল), ফেরদৌস আহমদ চৌধুরী (ফেরদৌস), দেলওয়ার বিন ওয়াহিদ (শামীম), নজরুল ইসলাম (কয়েছ), হাফিজ আব্দুল আউয়াল (মুমিন), ছাকিনাতুল ফেরদৌস (ফৌজিয়া), ফাহিমা বেগম ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহবুব রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব, সাহান আহমদ চৌধুরী, হাফিজ আহমদ চৌধুরী, আলহাব আহমদ, শরীফ আহমদ চৌধুরী, ফরিদ আহমদ চৌধুরী, মইন উদ্দিন, জাহেদ আহমদ চৌধুরী, রুহিন বেগম চৌধুরী, রুহেল আহমদ, আরিফুর রহমান, মাসুদ আহমদ, লুতফুর রহমান (শাহীন), মুমিনুল ইসলাম (লাভলু), জুনেদ আহমদ, জাহেদ আহমদ, শাহীন আহমদ, মাহফুজুর রহমান (মুহিন), ছাদেকা কুদ্দুস (হানি), এলিম আহমদ, মনির উদ্দিন আহমদ, নাঈম আহমদ, জেসমিন আকতার, হ্যাপি বেগম প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে আয়োজন করা হয় মধ্যাহ্ন ভোজের। এরপর তুড়ুকখলা গ্রামের মুরব্বীদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ এবং সর্বস্তরের প্রবাসীদের সমন্বয়ে একটি এডহক কমিটির নাম ঘোষনা করা হয়। এই কমিটি উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করে এসোসিশেয়নের একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ও গঠনতন্ত্র চুড়ান্ত করবে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভায় শিরিন শারমিন চৌধুরী

সরকার দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি গড়ে তুলেছে

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, সরকার নানামুখী কল্যাণকর কর্মসুচীর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তুলেছে, তিনি গত ২০ জানুয়ারী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথাগুলো বলেন। বাংলাদেশের মহিলাদের মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, সেলাই শেখানো, কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আয়বর্ধক প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের মহিলাদের। শিরিন শারমিন আরোও বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রমের বিষয়ে বলেন, ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের যে আহবান সে লক্ষ্যেই বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের অনেক সফলতার মধ্যে অন্যতম হলোও বছরের প্রথমদিনেই শিক্ষার্থীরা বই পাচ্ছে, এবছর জানুয়ারির প্রথমদিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ। সভা পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক।

সভায় আরো বক্তৃতা করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জালাল উদ্দিন, রহিমা আক্তার, মো: হরমুজ আলী, এম এ রহিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নইম উদ্দিন রিয়াজ ও মারুফ আহমদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ মিয়া ও শাহাব উদ্দিন চঞ্চল, দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমদ, মানবাধিকার সম্পাদক সারব আলী,শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক আসম মিসবাহ, শ্রম ও জনশক্তি সম্পাদক এসএম সুজন মিয়া, ইমিগ্রেশন সম্পাদক এডভোকেট এমএ করিম, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ তারিফ আহমদ, ধর্ম সম্পাদক সৈয়দ ছুরুক মিয়া, আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, ফখরুল ইসলাম মধু, সেলিম আহমদ খান, আবুল কালাম মিসলু, জামাল খান, আনোয়ার খান, আনসার আহমদ উল্লাহ, শফিক মিয়া, সৈয়দ কাসেম, আনিসুজ্জামান আজাদ, আব্দুল হান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান খোকন।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন অনিবার্য- আব্দুল বাছিত বাদশা

যুক্তরাজ্য যুবদল সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা বলেছেন, দেশে সেনা অভ্যুত্থান নয় গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হবে। তিনি বলেন, যে সরকার শান্তি পূর্ণ আন্দোলনে ভয় পায়। তারা ক্ষমতায় টিকতে পারে না। তিনি বলেন, সরকার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে। সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন অনিবার্য। যুক্তরাজ্য যুবদল সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা গত ৩১ জানুয়ারী জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্ট শাখা উদ্যোগে যুবদল কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ মুয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম নিরব এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানী মূলক মামলা দায়েরর প্রতিবাদে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এ কথাগুলি বলেন।

কভেন্ট্রি যুবদলের সভাপতি মেহরাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও মো: আব্দুল আলিমের পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কভেন্ট্রি বিএনপির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সহ সভাপতি তাফাজ্জল ইসলাম মান্না, শাহীন আহমদ, বার্মিংহাম যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রাসেল আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি কয়ছর আলী শাহীন, লাল মিয়া, কভেন্ট্রি যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক কাহের আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাফায়াত, সহ সভাপতি আবুল বশর, জুবেল আহমদ, সহ সভাধারণ সম্পাদক লিফটন, মো: সামছুল ইসলাম, শিপার মিয়া, যুবদল নেতা আব্দুল লতিফ, আশরাফ আলী, নাজিম আহমদ, ইসলাম উদ্দিন, জুয়েল আহমদ, আফছর আলী, রুবেল আহমদ, সালেহ আহমদ, তানবির হায়দার, এমরান আলী, আব্দুল বাতিন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, দেশে এখন হত্যা, গুম ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি, পানি, বিদ্যুত, তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারনে মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে। সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ এই সরকারের এখনই পদত্যাগ করা উচিত। বক্তারা বলেন, নিজেদের দুশ আড়াল করতে ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে আন্দোলনের বাধা দিতেই মিথ্যা হামলা মামলা দিয়ে যাচ্ছে। বক্তারা অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমানসহ সকল নেতাকর্মীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

বেতার বাংলার বর্ষসেরা বিজনেস অ্যাওয়ার্ড লাভ করলো জেএমজি এয়ার কার্গো

বেতার বাংলার বর্ষসেরা অ্যাওয়ার্ড ২০১২ অর্জন করেছে ব্রিটেনের কার্গো ব্যবসার অগ্রদূত জেএমজি এয়ার কার্গো। গত ২২ জানুয়ারী রোববার পূর্ব লন্ডনের ম্যানরপার্কস্থ দ্যা রয়েল রিজেন্সি হলে বেতার বাংলার বর্ণাঢ্য বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে এ অ্যাওয়ার্ড ও সনদ গ্রহণ করেন জেএমজি এয়ার কার্গোর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনির আহমদ।

লন্ডনের জনপ্রিয় রেডিও চ্যানেল বেতার বাংলার ২৪ ঘন্টা সম্প্রচারের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ব্যবসা, সমাজসেবাসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সফল ব্যাক্তিদের এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার প্রফেসর ড. সাইদুর রহমান খান। বেথনালগ্রীন ও বো আসনের এমপি রুশনারা আলী, জিম ফিটজপেট্রিক এমপি, স্টিফেন টিমস এমপি, সাবেক হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীসহ পদস্থ কর্মকর্তা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক, পেশাজীবী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

বেতার বাংলার বর্ষপূর্তিতে সেবা ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রোতাদের সর্বোচ্চ ভোটে বর্ষসেরা অ্যাওয়ার্ড লাভ করে জেএমজি এয়ারকার্গো। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলো সোনার বাংলা ট্রাভেলস।

পুরস্কার গ্রহনকালে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ায় জেএমজি এয়ার কার্গোর চেয়ারম্যান মনির আহমদ বলেন, কার্গো বিজনেসকে আমরা বিজনেস হিসেবে না নিয়ে সেবা হিসেবে গ্রহণ করেছি। তাই কমিউনিটির হাজার হাজার মানুষ আজ আমাদেরকে এই এ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত করেছেন। এ সাফল্য আমাদের নয়, কমিউনিটির মানুষের ভালবাসার। তিনি বলেন, কার্গো বিজনেসকে দ্ধ না রেখে সমগ্র ব্রিটেনে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং সততার সাথে এর সম্প্রসারণ করেছি। আগামী দিনে চলার পথে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং বেতার বাংলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাউন্সিল অব মস্কের ভুমিকা প্রশংসনীয়- মেয়র লুতফুর রহমান

কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসের বার্ষিক সাধারণ সভা (২০১০-২০১১) গত ২১ জানুয়ারী শনিবার দুপুরে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের চেয়ারপার্সন মাওলানা শামসুল হকের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী জেনারেল আইয়ুব খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস-এর কর্মকর্তা ফখরুল হক ও সেইভ কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল পার্ক ক্যাম্পেইনের চেয়ারম্যান ক্যারল ডানশায়ার।

অতিথির বক্তব্যে মেয়র লুতফুর রহমান বলেন, টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিল প্রতিদিনই নিত্য-নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাউন্সিল অব মস্ক স্থানীয় সংগঠনগুলো মতোই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। তিনি কাউন্সিল অব মস্কের নানামুখী কর্মকান্ডের ভূয়শী প্রশংসা করে বলেন, স্থানীয় মসজিদগুলোর সহযোগিতায় কাউন্সিল অব মস্ক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মাওলানা শামসুল হক বলেন, কমিউনিটির মানুষ মসজিদগুলোকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। এখন প্রয়োজন কমিউনিটির সেবায় মসজিদগুলোকে আরো উদ্যোগী হওয়া। তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের মসজিদগুলোর কাছে কমিউনিটির প্রত্যাশা অনেক।

সেক্রেটারীর বক্তব্যে আইয়ুব খান সারা বছরের বিভিন্ন কর্মকান্ড উপস্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রজেক্টের কার্যক্রম উল্লেখ করে এগুলো কমিউনিটিকে কিভাবে সহযোগিতা করেছে তার বর্ণনা দেন।

উল্লেখ্য, বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রায় ৮০টি মসজিদ ও ইসলামিক সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন।